॥ প্রস্তাবনা ॥

বাংলা উপন্যাসের প্রচুর সমালোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে । উপন্যাসেরই একটি বিশিষ্ট শাখা পত্রোপন্যাস । বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে কিন্তু পত্রোপন্যাস তেমন স্থান করে নিতে পারেনি । এমন কি উপন্যাস সমালোচনার ভগীরথ, শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর "বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" মহাগ্রন্থে পত্রোপন্যাসকে বাদ দিয়েই উপন্যাসের সমালোচনা শেষ করেছেন । পত্রোপন্যাসের স্বল্পতা ও উৎকৃষ্টতা হয়তো তাঁর মনকে তেমনভাবে আকর্ষণ করতে পারেনি বলেই পত্রোপন্যাস সম্পর্কে তাঁর এই নীরবতা । পরবর্তীকালের উপন্যাস সমালোচকদের কাছেও পত্রোপন্যাস উপেক্ষিত থেকে গেছে । অবহেলিত ও অনালোচিত পত্রোপন্যাসের প্রতি বিশেষ উৎসাহ, আগ্রহ ও কৌতূহল বোধ করায় পত্রোপন্যাসের সমালোচনাকে আমরা আমাদের গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছি । এর সঙ্গে আরও আলোচনা করেছি উপন্যাসে পত্রের ভূমিকা ও ব্যবহারের বিশেষত্ব । উপন্যাসের সমালোচনায়, উপন্যাসে ব্যবহৃত পত্রের মূল্যায়ন যে একেবারে বাংলা সাহিত্যে কিছুই হয়নি তা নয় । তবে যা হয়েছে তা খুবই সামান্য এবং সংক্ষিপ্ত । এই দিকে লক্ষ্য রেখে উপন্যাসের প্রধান তিন স্থপতি ও শিল্পী --- বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচিত উপন্যাসে পত্রের ভূমিকা ও ব্যবহারের বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ গ্রহণ করেছি ।

ভূমিকাংশের (ঘ) পরিচ্ছেদের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বলা যায়, — পত্রোপন্যাসের আলোচনার প্রাক্‌কালে ঊনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের উন্মেষ ও অগ্রগতির ইতিহাস আলোচনা বিধেয় । কেননা পত্রোপন্যাস তো স্বয়ম্ভু নয় --- উপন্যাসের ঐতিহ্যের ধারায় তারও একটা স্থান রয়েছে । প্রত্যক্ষ না হলেও সামাজিক - পারিবারিক উপন্যাসের পরোক্ষ প্রভাব পত্রোপন্যাসের উপর রয়েছে তা অনস্বীকার্য । আবার আত্মিক ও শৈল্পিক দিক থেকে পত্রোপন্যাসের সঙ্গে আত্মকথনরীতির উপন্যাসের গভীর যোগাযোগ । এই সব ভাবনা মনে রেখে ভূমিকাংশের (ঙ) পরিচ্ছেদটির অবতারণা । শেষ অধ্যায়টিতে আঠার শতকের ইংরেজী পত্রোপন্যাসের উন্মেষ ও অগ্রগতির বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস যুক্ত করে দেয়া হয়েছে । কেননা ইংরেজী উপন্যাস অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে বাংলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস রচনায় । তাই ঐ শতকে রচিত অসংখ্য পত্রোপন্যাসের মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয়

কয়েকটির আলোচনা এবং একটি তালিকা পৃথক ভাবে প্রদত্ত হল। প্রসঙ্গত পত্রোপন্যাস-গুলির তুলনামূলক আলোচনার একটা সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় সংক্ষিপ্তভাবে তাও সমাধা করা গেছে। আলোচিত বাংলা পত্রোপন্যাসগুলির বেশীর ভাগই সহজলভ্য নয় বলে এগুলির কাহিনীসূত্র দেয়া হয়েছে একটু বিস্তারিত ভাবেই। পত্রোপন্যাসের আলোচনা অগ্রসর হয়েছে – দৃষ্টিকোণের ব্যবহার-রীতি, কাহিনী, চরিত্র, সময় | কাল, স্থান | পরিবেশ ও ভাষা ইত্যাদির বিন্যাসের মধ্য দিয়ে এবং সর্বশেষে মন্তব্যও রাখা হয়েছে। আশা করছি এই ধরনের প্রকরণের ভিতর দিয়েই উন্মোচিত হয়েছে পত্রোপন্যাসের সামগ্রিক রস-রূপের দিকটি। প্রথম বাংলা পত্রোপন্যাস 'বসন্তকুমারের পত্র'— নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত (১৮৮২ সন)। বইটির আখ্যাপত্র এবং সূচনা-সমাপ্তির সামান্য নমুনা ফটো কপি করে গ্রন্থভুক্ত করেছি।

"বাংলা পত্রোপন্যাস, উপন্যাসে পত্রের ভূমিকা ও ব্যবহার : বিশেষত্ব ও মূল্যায়ন" শীর্ষক আমাদের এই গবেষণা সন্দর্ভটি প্রস্তুত করার জন্য গবেষণা-পরিচালক ডঃ শিবচন্দ্র লাহিড়ী মশাই-এর নির্দেশ ও পরামর্শ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার্য।

এ প্রসঙ্গে জানাই যে, গবেষণা পত্রটিতে, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র রচিত যে সব উপন্যাসের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি তা সবই নিম্নে প্রদত্ত গ্রন্থরাজি থেকে গৃহীত —

বঙ্কিম রচনাবলী : প্রথম খণ্ড | সমগ্র উপন্যাস (১৩৭৬)—সাহিত্য সংসদ।
রবীন্দ্র রচনাবলী : (শতবার্ষিকী সংস্করণ | প: ব: সরকার)।
শরৎ রচনাবলী : (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ)—১৩৮২-৮৪; শরৎ সমিতি।

তাং -

অতুলকুমার দাশ

শিলিগুড়ি কলেজ
শিলিগুড়ি — ৭৩৪৪০১